সহজ ভাষায় মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

[বিঃ দ্রঃ মূল্য সংযোজন কর আইন পাঠ করে সঠিকভাবে এর অর্থ বুঝতে পারা বেশ কঠিন। কারণ হলো, একদিকে এর ভাষা কঠিন। তাছাড়া, ক্রস-রেফারেন্স মিলিয়ে পড়তে হয়, যা অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার। অধিকন্তু, এর বিষয়বস্তু হলো নিরস। এসকল কারণে, মূসক আইন পাঠ করে সহজে এর অর্থ বোধগম্য হয় না। অর্থ সহজবোধ্য না হওয়ার কারণে এর পরিপালন জটিল হয়। বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশেষণ করতে থাকে। দেশে একটি পরিপালিত (Compliant) মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে, সকলের কাছে সহজ ভাষায় এর অর্থ পৌঁছে দিতে হবে। সকলে যেন একইভাবে বিষয়সমূহ বুঝতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, পাঠকদের কাছে সহজে বোধগম্য করার জন্য সহজ ভাষায় মূসক আইনের বিষয়বস্তু নিম্নে পেশ করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক ইহা পাঠ করে সহজে মূসক আইনের অর্থ বুঝতে পারবেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এই কাজটি কোনো সরকারী কাজ নয়। এই ওয়েবসাইটের স্বত্ত্বাধিকারী নিজ উদ্যোগে এই কাজটি সম্পাদন করেছে। তাই, ইহা কোনো সরকারী দলিল নয়। মুল আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু দৃশ্যমান হলে মূল আইনের অর্থ প্রাধান্য পাবে। মূসক আইন পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে এই ডকুমেন্টটি যদি কিছুটা অবদান রাখতে পারে, তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। প্রিয় পাঠকগণ, অনুগ্রহ করে আপনাদের মতামত জানাবেন। (Website: www.vatbd.com E-Mail: roufcus@yahoo.com Mobile: 01673-770617)। এখানে কোনো ভুল-ভ্রান্তি থাকলে আপনাদের মতামত তা সংশোধন করতে সাহায্য করবে। আর পাঠকদের সন্তুষ্টি আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।]

ধারা-১: সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।

ধারা-২: সংজ্ঞা।

(ক) **"অব্যাহতিপ্রাপ্ত" অর্থ যে সকল পণ্য ও সেবা মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে সকল পণ্য ও সেবার ওপর মূসক আরোপিত নেই। প্রথম তফসিলে বর্ণিত পণ্যসমূহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত সেবাসমূহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাছাড়া, একটি মূল অব্যাহতি প্রজ্ঞাপন আছে, যা প্রতি বছর হালনাগাদ করা হয়। বর্তমান প্রজ্ঞাপন নং-১৭৪-আইন/২০১১/৫৯৭-মূসক তারিখ: ০৯ জুন,**

২০১১। উক্ত প্রজ্ঞাপনে ৫টি টেবিল আছে। উক্ত টেবিলে বর্ণিত পণ্য ও সেবাসমূহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাছাড়া, আরো কতকগুলো প্রজ্ঞাপন রয়েছে, যার মাধ্যমে কিছু পণ্য ও সেবাকে মূসক অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যে সকল পণ্য ও সেবাকে মূসক অব্যাহতি দেয়া হয়নি, সে সকল পণ্য ও সেবার ওপর মূসক আরোপিত হবে।

(খ) "উৎপাদ কর" অর্থ মূল্য সংযোজন কর।

(গ) "উপকরণ"। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় 'উপকরণ' বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপকরণ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলে উপকরণ কর রেয়াতের বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝা যায়। আর উপকরণ কর রেয়াত হলো মূসক ব্যবস্থার প্রাণ। মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবি আঁকার মাধ্যমে আমি উপকরণ সম্পর্কে ধারণা দেবো। আপনি মনে মনে একটি ফ্যাক্টরীর পরিবেশ কল্পনা করুন। আপনার কল্পিত ফ্যাক্টরীটি যে ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে ভূমি উপকরণ নয়। অর্থাৎ ভূমি উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না। উক্ত ফ্যাক্টরীতে রয়েছে অনেকগুলো দালানকোঠা। এসকল দালানকোঠা, ইমারত, বিল্ডিং উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না। এই ফ্যাক্টরীর ভিতরে যে জনবল কাজ করে - চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে পিওন, দারোয়ান পর্যন্ত; তারা এই ফ্যাক্টরীর উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না। এই ফ্যাক্টরীর ভিতরে যে সকল অফিস যন্ত্রপাতি রয়েছে; যেমনঃ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না। এই ফ্যাক্টরীর যে সকল যানবাহন রয়েছে,তা উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না। এক কথায় বলতে গেলে ভূমি, ইমারত, শ্রম, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন উপকরণ নয়।

কি কি উপকরণ নয় তা আমরা জানতে পেরেছি। উক্ত বিষয়গুলোর বাইরে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি ব্যবহার্য সবকিছু উপকরণ হিসাবে বিবেচ্য। উপকরণ কি তাও আমরা মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবি এঁকে বুঝার চেষ্টা করবো। এবার আপনি আবার ঐ ফ্যাক্টরীর কল্পনা করুন। ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে উৎপাদনের জন্য যে যন্ত্র রয়েছে তা উপকরণ। এই যন্ত্রের স্পেয়ার পার্টস উপকরণ। এই যন্ত্রের মধ্যে যে কাঁচামাল ঢুকানো হয় তা উপকরণ। এই যন্ত্র চালাতে যে বিদ্যুৎ বা গ্যাস বা ফারনেস অয়েল বা অন্য কোনো জ্বালানী ব্যবহার করা হয়, তা উপকরণ। উৎপাদিত পণ্য প্যাকেটজাত করার জন্য যে প্যাকেট ব্যবহার করা হয়, তা উপকরণ। আর এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে সকল সেবা ব্যবহার করা হয়, তা উপকরণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে ক্যাপিট্যাল মেশিনারী ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল, জ্বালানী, মোড়ক ও সকল সেবা হলো উপকরণ।

কি কি উপকরণ এবং কি কি উপকরণ নয় সে সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা হয়েছে। এখন আমরা "যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ" এবং "অফিস যন্ত্রপাতি" এই দুটি টার্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করবো। "যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ" হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মূল যন্ত্রপাতি। ইহা উপকরণ। আর "অফিস যন্ত্রপাতি" হলো অফিসের মধ্যে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এগুলো উপকরণ নয়।

ব্যবসায়ীর উপকরণঃ

ব্যবসায়ী যে পণ্য ক্রয় করে তা তার উপকরণ। ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে, এর ওপর মূল্য সংযোজন করে বিক্রি করেন। তিনি উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করার সময় যে মূসক প্রদান করেছেন তা রেয়াত নিবেন। আর পণ্য বিক্রির সময় মূসক দিবেন।

ব্যবসায়ী কে?

যিনি পণ্য ক্রয় করে, এই পণ্যের কোনো পরিবর্তন না করে বিক্রি করেন তিনি ব্যবসায়ী। পণ্যের ওপর কোনো কাজ করলে তাকে উৎপাদক বলা হবে।

(ঘ) "উপকরণ কর" অর্থ উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর এবং এটিভি।

(ঘঘ) বিলুপ্ত।

(ঘঘঘ) "কর" অর্থ মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর (আগাম আয়কর ব্যতীত)।

(ঙ) "কর মেয়াদ" বলতে প্রতি ইংরেজি মাস বুঝানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর মেয়াদ হলো প্রতি ইংরেজি মাস। তবে, কয়েকটি ক্ষেত্রে তিন মাস এবং ছয় মাসের কর মেয়াদ রয়েছে। যেমনঃ কনট্রাক্টরদের জন্য কর মেয়াদ হলো ৬ মাস। প্রতি কর মেয়াদে দাখিলপত্র দাখিল করতে হয়।

(চ) "করযোগ্য পণ্য" হলো ঐ সকল পণ্য যা মূসক অব্যাহতি দেয়া হয়নি।

(ছ) "করযোগ্য সেবা" হলো ঐ সকল সেবা যা মূসক অব্যাহতি দেয়া হয়নি।

(জ) "কমিশনার" হলো মূসক বিভাগের কমিশনার।

(ঝ) "চলতি হিসাব" হলো একটি রেজিষ্টার। "মূসক-১৮" ফরমের ফরম্যাটে এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হয়। সকল উৎপাদকের জন্য চলতি হিসাব রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। সেবা প্রদানকারীও ইচ্ছা করলে চলতি হিসাব সংরক্ষণ করতে পারেন। ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী

কোষাগারে অর্থ জমা প্রদান করে, চলতি হিসাব রেজিষ্টারে ব্যালান্স রাখতে হয়। পণ্য ও সেবা সরবরাহ দিলে এই ব্যালান্স থেকে মাইনাস করে মূসক প্রদান করতে হয়।

(ঞ) "চালানপত্র" হলো মূসক ব্যবস্থার ক্যাশমেমো। মূসক ব্যবস্থায় কয়েকটি চালানপত্রের ফরম্যাট রয়েছে। যথা: "মূসক-১১" "মূসক-১১ক" মূসক-১১গ" এবং "মূসক-১১ঘ" ।

(ঞঞ) বিলুপ্ত।

(ঞঞঞ) "চীফ কমিশনার" হলো কমিশনারের ওপর একটি পদ। ইহা এখনো কার্যকর হয়নি।

(ট) "টার্ণওভার" হলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে, পণ্য বা সেবা থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ। যেমন: বলা যায় যে, একটি ফ্যাক্টরীর জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ৩ মাসের টার্ণওভার হলো ১২ কোটি ৩৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

(ঠ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল। এই আইনে ৩টি তফসিল রয়েছে। প্রথম তফসিল হলো মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের তালিকা (পৃষ্ঠা নং-৮৭ থেকে ১০৩ দেখুন)। দ্বিতীয় তফসিল হলো মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবার তালিকা (পৃষ্ঠা নং-১০৪ হতে ১০৬ দেখুন)। তৃতীয় তফসিল হলো সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবার তালিকা (পৃষ্ঠা নং-১০৭ থেকে ১৩৬ দেখুন)।

(ড) "দলিলপত্র" অর্থ কোনো লিখিত কাগজপত্র বা অন্য কোনো বস্তু, ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত, কম্পিউটার ফিতা, ডিস্ক বা অন্য যে কোনো উপাত্ত ধারক মাধ্যম।

(ডড) বিলুপ্ত।

(ঢ) "দাখিলপত্র"। প্রতি কর মেয়াদ শেষে "মূসক-১৯" ফরমে দাখিলপত্র দাখিল করতে হয়।

(ণ) "নির্ধারিত তারিখ" অর্থ কর পরিশোধের সময় বা দাখিলপত্র দাখিল করার সময়। কর পরিশোধের সময় হলো: যখন চালানপত্র ইস্যু করা হয়; যখন পণ্য বা সেবা সরবরাহ প্রদান করা হয়। যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে যা সর্বাগ্রে ঘটে সে সময়। এই সময়ে কর পরিশোধ করতে হবে। আর দাখিলপত্র দাখিলের সময় হলো কর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখ। এর মধ্যে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে।

(ণণ) "পণ" অর্থ পণ্য বা সেবার সর্বমোট মূল্য।

(ত) "পণ্য" অর্থ সকল প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি। তবে, শেয়ার, স্টক, মুদ্রা, জামানত ও আদায়যোগ্য দাবি ব্যতীত।

(থ) "প্রস্তুতকারক" বা "উৎপাদক":

মূসক আইনে প্রস্তুত করা বা উৎপাদন করা এর বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। এর সাথে ব্যবসা করা এর পার্থক্য রয়েছে। ব্যবসায়ীর কাজ হলো কোনো পণ্য কিনে, এর ওপর কোনো রকম কাজ না করে বিক্রি করা। যেমন: প্রিন্স বাজার শ্যাম্পু ক্রয় করে এনে আবার বিক্রি করে দেয়। আর কোনো পণ্য কিনে, তার ওপর কোনো কাজ করলেই তা উৎপাদন বা প্রস্তুত করা হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমন: ড্রামে ভর্তি নারিকেল তেল কিনে এনে, একটু সুগন্ধি মিশিয়ে ছোট ছোট বোতলে ভরে বিক্রি করা।

নিম্নের কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তুত বা উৎপাদন কার্যক্রম বলা হয়:

- একাধিক উপাদান একত্রে সংযোজন করা, সম্মিলন করা;
- পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য কোনো কাজ করা;
- মুদ্রণ করা, প্রকাশনা করা, শিলালিপি করা, মিনা করা;
- মিশ্রণ করা, কর্তন করা, তরলীকরণ করা, বোতলজাত করা, মোড়কাবদ্ধ করা, পুন:মোড়কাব্ধ করা।

(থথ) "বাণিজ্যিক আমদানিকারক" অর্থ যিনি পণ্য আমদানি করে আবার বিক্রি করে দেন। তবে, তিনি এই পণ্যের ওপর কোনো কাজ করেন না। অর্থাৎ তিনি পণ্যের আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত কোনো পরিবর্তন করেন না। বাণিজ্যিক আমদানিকারক অর্থ ব্যবসায়ী। আমদানি করা পণ্যের ওপর যদি তিনি কোনো কাজ করে বিক্রি করেন, তাহলে এই কাজ উৎপাদন হিসাবে বিবেচিত হবে।

(থথথ) "বাণিজ্যিক দলিল"। বাণিজ্যিক দলিলের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কোনো ব্যক্তির বাণিজ্যিক লেন-দেন বা ব্যবসায়ের অবস্থাজ্ঞাপক যে কোনো বিষয় বাণিজ্যিক দলিলের আওতাধীন। এর মধ্যে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হবে:

- হিসাবরক্ষণ বহি বা নথিপত্র বা কাগজপত্র;
- ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচার, ক্যাশমেমো, দৈনিক ক্রয়-বিক্রয় হিসাব;
- ক্যাশ বহি, প্রাথমিক বা জাবেদা বহি, ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ও এ সংক্রান্ত হিসাব ও নথিপত্র;
- রেওয়ামিল, খতিয়ান, আর্থিক বিবরণী ও বিশেষণীসমূহ, লাভ-লোকসান হিসাব;
- ব্যাংক হিসাব ও স্থিতিপত্র, নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং অন্যান্য যে কোনো দলিল।

(থথথথ) "ব্যবসায়ী" অর্থ যে ব্যক্তি কোনো পণ্য আমদানি করে অথবা স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে, এর কোনোরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবতন না করে বিক্রি করে। অর্থাৎ তিনি ক্রয় করা

পণ্যের ওপর কোনো কাজ না করে বিক্রি করে। কোনো কাজ করলে তিনি আর ব্যবসায়ী থাকবেন না, তখন তিনি হবেন উৎপাদক বা প্রস্তুতকারক।

(থথথথথ) "বিভাগীয় কর্মকর্তা" অর্থ হলো যিনি মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় দপ্তরের দায়িত্বে থাকেন। সাধারণতঃ সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনারকে বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব দেয়া হয়। কয়েকটি সার্কেল নিয়ে একটি বিভাগীয় অফিস গঠিত হয়। কয়েকটি বিভাগ নিয়ে একটি কমিশনারেট অফিস গঠিত হয়।

(দ) "বিধি" অর্থ হলো মূল্য সংযোজন কর আইনের সাথে কিছু বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে উক্ত বিধি।

(দদ) বিলুপ্ত।

(দদদ) "বিল অব এন্ট্রি"। আমদানি করা পণ্য খালাস করতে হলে, আমদানি স্টেশনে যে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়, তাকে 'বিল অব এন্ট্রি' বলে। 'বিল অব এন্ট্রি'র সাথে আরো অনেক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করতে হয়।

(দদদদ) "বিল অব এক্সপোর্ট"। কোনো পণ্য রপ্তানি করতে হলে রপ্তানি বন্দরে যে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়, তাকে 'বিল অব এক্সপোর্ট' বলে। 'বিল অব এক্সপোর্ট' এর সাথে আরো অনেক প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করতে হয়।

(ধ) "বোর্ড" অর্থ হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

(ধধ) "বৃহৎ করদাতা ইউনিট" (Large Taxpayer Unit) বা LTU:

এলটিইউ হলো একটি মূসক কমিশনারেট অফিস। ইহা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পশ্চাতে ২য় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবনের ৭ তলায় অবস্থিত। দেশের সকল বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মূসক সংক্রান্ত বিষয় এই অফিস হতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে বর্তমানে ১৬৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী লিঃ, গ্রামীণ ফোন লিঃ, তিতাস গ্যাস কোম্পানী, ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানী, ইউনিলিভার, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট অন্যতম।

(ন) "ব্যক্তি" অর্থ হলো:

- কোনো ব্যক্তি (individual person);
- কোনো কোম্পানী বা সমিতি (incorporated হোক বা না হোক);
- অংশীদারী কারবার, ফার্ম;
- সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

- এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, পরামর্শক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

(প) "মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা" অর্থ হলো যে কর্মকর্তাকে এই আইনের আওতায় মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ধারা-২০ এর মাধ্যমে এই নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

(ফ) "শূণ্য করারোপযোগ্য পণ্য বা সেবা"।

যে সকল পণ্য বা সেবা রপ্তানি করা হয়েছে বা রপ্তানি বলে বিবেচনা করা হয়েছে সে সকল পণ্য বা সেবার ওপর শূণ্য হারে মূসক আরোপিত হবে। অর্থাৎ "মূসক-১১" চালানপত্রে মূসকের পরিমাণ "শূণ্য" লিখতে হবে। বিদেশগামী কোনো যানবাহনে দেশের বাইরে ভোগ বা ব্যবহারের জন্য কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে তা একইভাবে রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে। এসকল রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার ওপর মূসকের হার শূণ্য। আরো উলেখ্য যে, এসকল পণ্য বা সেবা প্রস্তুতে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, সে সকল উপকরণের ওপর যে শুল্ক-কর পরিশোধ করা হয়েছে তা সরকার ফেরৎ প্রদান করবে। তবে, অগ্রীম আয়কর এবং গ্যাসের ওপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক ফেরৎ দেয়া হবে না।

(ফফ) বিলুপ্ত।

(ব) "সংশিষ্ট কর্মকর্তা" অর্থ এই আইনের অধীন কোনো কাজ করার জন্য যে কর্মকর্তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

(ভ) "সর্বমোট প্রাপ্তি" অর্থ সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত মূসক ব্যতীত সমুদয় অর্থ। কমিশন বা অন্য কোনো চার্জ সর্বমোট প্রাপ্তি'র আওতাভুক্ত হবে। যেমনঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, রেস্তোরাঁতে খেতে গেলে বিলের সাথে সার্ভিস চার্জ যোগ করে। এই সার্ভিস চার্জের ওপর মূসক আরোপিত হবে। অর্থাৎ সার্ভিস চার্জ সর্বমোট প্রাপ্তি'র অংশ। বিলের সাথে সার্ভিস চার্জ যোগ করে তার ওপর মূসকের হার প্রয়োগ করতে হবে।

(ম) "সরবরাহ"।

মূসক ব্যবস্থায় 'সরবরাহ' শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। এর সাধারণ অর্থ হলো মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করা। কোনো পণ্য বা সেবা নিজে ব্যবহার করলে, বা ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করলে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করলে তা সরবরাহ হিসাবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ এর ওপর মূসক পরিশোধ করতে হবে।

(মম) "সম্মাননাপত্র" অর্থ মূসকদাতাদের জন্য প্রস্তাবিত সম্মাননাপত্র।

(য) "স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়" অর্থ হলো মূসক সার্কেল অফিস। সার্কেল অফিসের দায়িত্বে থাকেন রাজস্ব কর্মকর্তা। পূর্বে এঁদের সুপারিনটেনডেন্ট বলা হতো।

(র) "স্পেশাল জজ"

(ল) "রপ্তানি" অর্থ হলো বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা।

(শ) "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" পণ্য বা সেবা হলো ঐ সকল পণ্য বা সেবা যা ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা দরপত্রের বিপরীতে কোনো শতভাগ রপ্তানিকারী প্রকৃত রপ্তানিকারককে সরবরাহ দেয়া হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে মূল্য পাওয়া গেছে এবং উক্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে।

ধারা-২কঃ আইনের প্রাধান্য।

অন্য কোনো আইন, বিধান, চুক্তি ইত্যাদিতে যা কিছুই থাকুক না কেনো মূসক সংক্রান্ত বিষয়ে মূসক আইনের বিধান প্রাধান্য পাবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো চুক্তি বা আইনে মূসক মওকুফ করে দেয়া হয়। এ কারণে, এই বিধান করা হয়েছে।

ধারা-৩ঃ মূল্য সংযোজন কর আরোপ।

(১) যে সকল পণ্য ও সেবা মূসক হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সে সকল পণ্য ও সেবা ছাড়া অন্যান্য সকল পণ্য ও সেবার ওপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হবে।

(২) যে সকল পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে বা রপ্তানি করা হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে সে সকল পণ্যের ওপর মূসকের হার হবে শূণ্য শতাংশ অর্থাৎ কোনো মূসক আরোপিত হবে না।

(৩) মূল্য সংযোজন কর কে প্রদান করবে? ---

(ক) আমদানি পর্যায়ে আমদানিকারক;

(খ) পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদক বা সরবরাহকারী;

(গ) সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী;

(ঘ) সেবা যদি আমদানি করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মূসক প্রদান করবেন সেবা গ্রহণকারী;

(ঙ) অন্যান্য ক্ষেত্রে সরবরাহকারী ও সেবা গ্রহণকারী।

(৪) . . . . .

(৫) বোর্ড প্রয়োজন হলে যে কোনো পণ্যকে সেবা হিসাবে এবং যে কোনো সেবাকে পণ্য হিসাবে ঘোষণা প্রদান করতে পারবে। মোবাইলের সীম, ফার্ণিচার, মিষ্টি সেবা হিসাবে ঘোষিত/বিবেচিত।

ধারা-৪: করহার প্রয়োগ।

(১) স্থানীয়ভাবে পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় মূসক আরোপের ক্ষেত্রে কোন্ সময়ের মূসকের হার প্রযোজ্য হবে?

(অনুগ্রহ করে ধারা-৬(২) ও ৬(৩) দেখুন।)

(২) পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কোন্ সময়ের মূসকের হার প্রযোজ্য হবে?

উক্ত পণ্য চালান খালাস নেয়ার জন্য যে তারিখে বিল-অব-এন্ট্রি দাখিল করা হয়েছে, সে তারিখের মূসকের হার প্রযোজ্য হবে।

(৩) সেবা আমদানির ক্ষেত্রে কোন্ সময়ের মূসকের হার প্রযোজ্য হবে?

সেবা আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত সেবার মূল্য পরিশোধের সময় মূসকের যে হার থাকবে সে হার প্রযোজ্য হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক মেসার্স জামান এন্ড ব্রাদার্স বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ একটি বিস্কুট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি জার্মানী থেকে কনসালটেন্সী সেবা আমদানি করেছে। অর্থাৎ জার্মানী থেকে কনসালট্যান্ট এসে তার ফ্যাক্টরীতে বসে কনসালটেন্সী সেবা প্রদান করেছেন। সেবা প্রদান করে কনসালট্যান্ট আবার জার্মানীতে ফিরে গেছে। এখন ব্যাংকের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক প্রযোজ্য মূসক উৎসে কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। মূল্য পরিশোধের সময় মূল্য সংযোজন করের যে হার প্রযোজ্য থাকে সে হারে মূসক কর্তন করতে হবে।

ধারা-৫: মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্য নিরূপণ।

(১) আমদানি পর্যায়ে নিম্নরূপে মূসক আরোপের জন্য মূল্যভিত্তি নির্ধারিত হবে:

(Assessable Value + Customs Duty + Supplementary Duty) X Rate of VAT = VAT

Tk. 10,000.00 + 2,000.00 + 3,600.00 = 15,600.00 X 15% = 2,340.00 VAT

(২) পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আরোপের ভিত্তি কি হবে?

উক্ত পণ্য প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ, যাবতীয় ব্যয়, প্রদত্ত কমিশন, চার্জ, ফি, সম্পূরক শুল্ক, আবগারী শুল্ক এবং মুনাফা যোগ করে মূসকযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মূসক এবং অগ্রীম আয়কর এই হিসাব থেকে বাদ রাখতে হবে।

শর্ত: ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বোর্ড মূল্য সংযোজনের হার নির্ধারণ করতে পারবে। এই বিধান অনুসারে ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ১৩.৩৩% মূল্য সংযোজনের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ওপর ১৫% অর্থাৎ সর্বমোট মূল্যের ওপর ২% হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক প্রদান করা যাবে।

(২ক) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণ।

(২খ) প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত মূল্যে সারা দেশে একই মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা যাবে। এই পদ্ধতিকে অভিন্ন মূল্য পদ্ধতি বলে। কোনো উৎপাদক বা আমদানিকারক যদি সারাদেশে অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে চান, তাহলে তাকে বোর্ডে আবেদন করতে হবে। বোর্ড অনুমোদন দিলে সংশিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন। তিনি খুচরা পর্যায় পর্যন্ত মূল্য অন্তর্ভূক্ত করবেন। এখানে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত মূসক পরিশোধ করে পণ্য সরবরাহ করতে হবে। আর কোথাও কোনো মূসক দেয়া লাগবে না।

(২গ) সরকার অনেক সময় বাজার স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনে কোনো পণ্যের বাজার মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং কোনো সংস্থার মাধ্যমে উক্ত পণ্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে। এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চাদগণনা (Back Calculation) পদ্ধতিতে উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ করে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হবে। টিসিবি'র মাধ্যমে অনেক সময় ভোজ্যতেল ইত্যাদি নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা হয়। সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

(৩) এই উপ-ধারা অনুসারে সরকার নির্ধারিত করে দিতে পারে যে, কোন্ কোন্ পণ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক আরোপিত হবে। বর্তমানে কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে সরকার এরূপ নির্ধারণ করে দিয়েছে। পণ্যগুলো হলো: সিগারেট, এ্যারোসোল এবং ডিস্ইনফেকট্যান্ট। এসকল পণ্যের গায়ে বা মোড়কে যে এমআরপি লেখা থাকবে সে এমআরপি'র ভিত্তিতে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হবে।

(৪) সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে না। সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর মূসক আরোপিত হবে। সর্বমোট প্রাপ্তি'র সংজ্ঞা ধারা-২(ভ)তে দেয়া আছে।

১ম শর্ত: তবে, সরকার কোনো কোনো সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তি নির্ধারণ করতে পারবে। বর্তমানে ৩১ টি সেবার ক্ষেত্রে এরূপ সংকুচিত ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা আছে। ঐ সকল সেবার ওপর মূসকের হার ১৫% নয়। আরো কম। যেমন: ৪%, ৫.৫%, ৯% ইত্যাদি।

২য় শর্ত: বিনামূল্যে সেবা প্রদান করলে যথাযথ মূল্যের ওপর মূসক দিতে হবে। তবে, সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এরূপক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজন কর ধার্য করতে পারবে।

(৪ক) ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ মূসক আরোপ করা যাবে। ক্ষুদ্র দোকানদারদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ মূসক আরোপিত আছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষুদ্র দোকানদারদের ওপর বছরে ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা; অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষুদ্র দোকানদারদের ওপর বছরে ৪,৮০০ (চার হাজার আটশত) টাকা; জেলা শহরের পৌর এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র দোকানদারদের ওপর বছরে ৩,৬০০ (তিন হাজার ছয়শত) টাকা; এবং উক্ত তিন এলাকার বাইরের কোন ক্ষুদ্র দোকানদারদের ওপর বছরে ১,৮০০ (এক হাজার আটশত) টাকা নির্ধারিত পরিমাণ মূসক নির্ধারণ করা আছে। এই মূসক মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করা যাবে।

(৫) ডিস্‌কাউন্ট প্রদান করা হলে, ডিস্‌কাউন্ট দেয়ার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকবে তার ওপর মূসক আরোপিত হবে। উলেখ্য যে, অনুমোদিত মূল্য হতে ১৫% এর বেশি ডিস্‌কাউন্ট প্রদান করা যাবে না।

শর্ত: ডিস্‌কাউন্ট প্রদান করার পর যে মূল্যে পণ্য বিক্রি করা হবে তা চালানপত্রে উলেখ করতে হবে।

(৬) বিলুপ্ত।

(৭) বোর্ড কোনো পণ্য বা সেবার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। বোর্ড ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে দিলে সারা দেশে উক্ত মূল্যের ওপর মূসক আরোপিত হবে। আর বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট থেকে মূল্য ঘোষণা অনুমোদন করাতে হবে না। তবে, উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা করতে হবে। বর্তমানে সাধারণ আদেশ নং-৫৭/মূসক/২০১১ তারিখ: ০৯/০৬/২০১১ এর মাধ্যমে অনেকগুলো পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে (বই-এর পৃষ্ঠা নং-৩৩৯ থেকে ৩৫১ অনুগ্রহ করে দেখুন)।

ধারা-৬: পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি।

(১) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে যখন আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্ক আদায় করা হয়, তখন আমদানি পর্যায়ের মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হবে।

(২) পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যা সর্বাগ্রে ঘটবে, উক্ত ঘটনা ঘটার সময় মূসক ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

(ক) যখন পণ্য সরবরাহ করা হয়;

(খ) যখন মূসক চালানপত্র প্রদান করা হয়;

(গ) যখন পণ্য নিজে ব্যবহার করা হয় বা অন্যকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়;

(ঘ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়।

(৩) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যা সর্বাগ্রে ঘটবে, উক্ত ঘটনা ঘটার সময় মূসক ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

(ক) যখন সেবা প্রদান করা হয়;

(খ) যখন মূসক চালানপত্র প্রদান করা হয়;

(গ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়;

(ঘ) সেবা আমদানির ক্ষেত্রে, যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয় (ধারা-৪ এর উপ-ধারা-৩ অনুগ্রহ করে দেখুন)।

(৪) বোর্ড, মূসক অগ্রীম পরিশোধ বা উৎসে কর্তনের জন্য বিধান করতে পারবে।

(৪ক) বোর্ড, স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহারের জন্য আদেশ দিতে পারবে। বর্তমানে সিগারেট, বিড়ি, মিনারেল ওয়াটার, সফ্‌ট ড্রিংকস এবং টয়লেট সাবানের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহারের বিধান প্রচলিত আছে। এর জন্য আলাদা আলাদা বিধি আছে যা বই-এর ১২তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

(৪কক) এই উপ-ধারার মাধ্যমে মূসক উৎসে কর্তনের বিধান করা হয়েছে। সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর মাধ্যমে বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে (বই-এর পৃষ্ঠা নং-৭৩২ থেকে ৭৩৯ অনুগ্রহ করে দেখুন)।

শর্ত: বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কোনো প্রকল্পে যদি কোনো কনট্রাক্টর কাজ করে, তাহলে এই কনট্রাক্টরের বিল থেকে মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে। এই কনট্রাক্টর যদি তার কাজ সাব-কনট্রাক্ট দেয়, তাহলে সাব-কনট্রাক্টর তার পণ্য/সেবা ক্রয়ের সময় মূসক পরিশোধ করেছে এমন প্রমাণ দাখিল করলে, সাব-কনট্রাক্টরের বিল থেকে মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে না।

(৪ককক) কোন্ কোন্ সেবার ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, বোর্ড তার তালিকা নির্ধারণ করতে পারবে। বর্তমানে যে তালিকা নির্ধারণ করা আছে তা দেখুন বই-এর পৃষ্ঠা নং-৭৩৩, ৭৩৪।

(৪খ) উৎসে কর্তনের ক্ষেত্রে "মূসক-১২খ" ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে।

(৪গ) মূসকের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। মূসকের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না।

(৪ঘ) সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সেবাসমূহের ওপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে।

(৪ঙ) উৎসে কর্তন না করলে, উৎসে কর্তন করার জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তি এবং সেবা প্রদানকারী দুজনেই দায়ী হবে।

(৪চ) . . .

(৪ছ) উৎসে মূসক কর্তন না করলে, তা উক্ত কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মাসিক ২% হারে সূদসহ আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মূসক প্রদান করতে হবে:

--- আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্কের সাথে;

--- উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে;

--- অন্যান্য ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের মাধ্যমে।

(৬) কোনো নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধের জন্য সেবা গ্রহণকারীকে দায়িত্ব দেয়া যাবে। এই বিধান অনুসারে "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সেবার ক্ষেত্রে (যা সাধারণত: আমরা বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট বলে বুঝে থাকি) সেবা গ্রহণকারীকে মূসক পরিশোাধের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-৭: সম্পূরক শুল্ক আরোপ।

(১) সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হবে বিলাস পণ্যের ওপর (যেমন: গাড়ি); অত্যাবশ্যক নয় এমন পণ্যের ওপর (যেমন: টাইলস) এবং সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্যের ওপর (যেমন: সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি)। তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত পণ্যের ওপর আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে (পৃষ্ঠা নং-১০৭ থেকে ১৩৬ অনুগ্রহ করে দেখুন)। কতিপয় পণ্যের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। এসআরও নং-১৭৭-আইন/২০১১/৬০০-মূসক, তারিখ: ০৯ জুন, ২০১১ সদয় দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা নং-৩০০ থেকে ৩০২)।

(২) সম্পূরক শুল্ক কোন্ মূল্যের ওপর আরোপ করা হবে?

(ক) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রেঃ

Assessable Value + Customs Duty X Rate of Supplementary Duty = Supplementary Duty

Tk. 10,000.00 + 2,000.00 = 12,000.00 X 30% = SD 3,600.00.

(খ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রেঃ

সম্পূরক শুল্ক ও মূসক ব্যতীত ঘোষিত মূল্য।

(গ) বাংলাদেশে প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রেঃ

মূসক ও সম্পূরক শুল্ক ছাড়া সর্বমোট প্রাপ্তি।

(ঘ) খুচরা মূল্যভিত্তিক পণ্যের ক্ষেত্রেঃ

বর্তমানে কয়েকটি পণ্যের ওপর খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূসক আরোপিত হয়। উক্ত পণ্যগুলো হলোঃ সিগারেট, এ্যারোসোল এবং ডিস্ইনফেকট্যান্ট। এসকল পণ্যের ক্ষেত্রে এমআরপি'র ওপর মূসক আরেপিত হবে। আবার, এমআরপি'র ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হবে।

(৩) যে সময় ও পদ্ধতিতে মূসক প্রদান করা হয়, সে সময় ও পদ্ধতিতে সম্পূরক শুল্ক প্রদান করতে হবে।

ধারা-৮ঃ টার্নওভার কর।

(১) যার বার্ষিক উৎপাদন ৬০ লক্ষ টাকার কম, তিনি ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদান করবেন।

(২) টার্নওভার কর সম্পর্কিত সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। বিধি-৪ এ উহা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

(৩) . . .

(৪) কিছু কিছু পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপাদন ৬০ লক্ষ টাকার কম হলেও তাদের ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়নি। এই ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক ভ্যাট বলে। এসআরও নং-২০২-আইন/২০১০/৫৫১-মূসক, তারিখঃ ১০ জুন, ২০১০ এ বর্ণিত পণ্য ও সেবাসমূহের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মূসক প্রযোজ্য হবে। এসকল পণ্য ও সেবার ওপর টার্নওভার কর প্রযোজ্য হবে না, তা বার্ষিক উৎপাদন যত কম হোক না কেন। পৃষ্ঠা নং-২৬৩ থেকে ২৬৭ অনুগ্রহ করে দেখুন।

ধারা-৮ক, ৮খ, ৮গ বিলুপ্ত।

ধারা-৮ঘঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন।

ধারা-২(ধধ) সদয় দ্রষ্টব্য।

ধারা-৯ঃ কর রেয়াত।

(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে নাঃ

(ক) যদি কেউ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করেন, তাহলে তিনি উপকরণ কর রেয়াত পাবেন না।

(খ) যদি কেউ ৩% টার্নওভার কর পরিশোধকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উপকরণ ক্রয় করেন, তাহলে তিনি রেয়াত পাবেন না।

(গ) সম্পূরক শুল্ক রেয়াত পাওয়া যাবে না। উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত পাওয়া যাবে।

(ঘ) যে মোড়ক বার বার ব্যবহার করা যায়, সেরূপ মোড়কের ক্ষেত্রে প্রথমবার ব্যবহারের সময় উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। পূনর্ব্যবহারের সময় রেয়াত নেয়া যাবে না। যেমনঃ কোকের বোতল, পানির জার ইত্যাদি।

(ঙ) দালানকোঠা নির্মাণ বা সংস্কার, আসবাবপত্র, স্টেশনারি দ্রব্যাদি, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ইত্যাদি ক্রয় বা মেরামত, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা, যানবাহন ভাড়া বা লিজ নেয়া ইত্যাদি সংশিষ্ট মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না।

(চ) বিধি-১৯ দ্রষ্টব্য।

(ছ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক ।

(ছছ)

(অ) মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নেই এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না।

(আ) ২% ব্যবসায়ী ভ্যাট এবং নির্ধারিত ভ্যাট (৬০০০, ৪৮০০, ৩৬০০, ১৮০০) রেয়াত নেয়া যাবে না।

(জ) যিনি সংকুচিত মূল্যভিত্তির সেবা প্রদান করেন, তিনি রেয়াত নিতে পারবেন না। যেমনঃ অডিট ফার্ম ৪.৫% সংকুচিত মূল্যভিত্তির সেবা প্রদান করে, তাই অডিট ফার্ম রেয়াত পাবে না।

(জজ) উপরের (ছছ) (আ) এর অনুরূপ।

(ঝ) যিনি ট্যারিফ মূল্যের পণ্য সরবরাহ করেন বা সেবা প্রদান করেন তিনি রেয়াত পাবেন না।

(ঞ) যিনি রেয়াত নিবেন, বিল-অব-এন্ট্রি বা চালানপত্রে তার মূসক নিবন্ধন সংখ্যা উলেখ থাকতে হবে। অর্থাৎ অন্য কোনো মূসক নিবন্ধনের বিপরীতে ক্রয় করা উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ট) উপকরণ যদি অন্যের দখলে বা অধিকারে থাকে তাহলে উক্ত উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। যেমনঃ অনেক সময় পণ্য ব্যাংকের গুদামে থাকে বা ক্রেতার গুদামে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তালাবদ্ধ করে রাখে; সেক্ষেত্রে রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ঠ) যে উপকরণ ক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৬) অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি, সে উপকরণের ওপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ড) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে আমদানিস্তরে পণ্য খালাস করা হলে ব্যাংক গ্যারান্টি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত উপকরণের বিপরীতে মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ঢ) পণ্যের ক্রয়মূল্য যদি ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি হয়, এবং এর মূল্য যদি নগদে পরিশোধ করা হয়; তাহলে এই পণ্যের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ পণ্যের মূল্য ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে চেক/পে-অর্ডার/টিটি/ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তাহলে রেয়াত নেয়া যাবে।

শর্তঃ উপকরণ নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে প্রবেশের পর, ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দিতে হবে। এর পর, পরবর্তী ২ কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। কর মেয়াদ হলো ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাস। অর্থাৎ উপকরণ যদি নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখে নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে। ১৮ তারিখে ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া হয়। তাহলে পরবর্তী ২ কর মেয়াদ অর্থাৎ ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। এর পর আর রেয়াত নেয়া যাবে না।

(১ক) বিলুপ্ত।

(২) যদি উপকরণ কর রেয়াত পাওনা না হওয়ার পরও কেউ রেয়াত নেয়, তবে সংশিষ্ট কর্মকর্তা তা কর্তন করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

(২ক) উক্তরূপ নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকলে নির্দেশদানকারী কর্মকতার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি দাখিল করতে হবে।

(২খ) আপত্তি গ্রহণকারী কর্মকর্তা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে শুনানী নিয়ে আপত্তিটি নিস্পত্তি করবেন। তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

(৩) একই অঙ্গন থেকে মূসকযোগ্য এবং মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা প্রদান করা হলে, মূসকযোগ্য পণ্য/সেবার অনুপাতে রেয়াত নেয়া যাবে।

(৪) উপকরণ যদি কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার পদ্ধতি বিধি-৪০ এ বর্ণিত আছে।

ধারা-১০: উৎপাদ কর প্রদান পরবর্তীকালে হিসাবে সংশোধন।

পণ্যের বিক্রয় বাতিল করা হলে, প্রদত্ত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করা যাবে।

ধারা-১১: উদ্বৃত্ত উপকরণ করের নিস্পত্তি।

প্রদেয় মূসকের চেয়ে রেয়াতের পরিমাণ বেশি হলে চলতি হিসাবে জের থাকবে।

ধারা-১২: আইন প্রবর্তনের সময়ে মজুদ বাবদ উপকরণ কর রেয়াত।

কোনো অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ওপর যদি এখন মূসক আরোপিত হয়; আর এই পণ্যের যদি উপকরণ মজুদ থাকে, তাহলে কিভাবে রেয়াত নিতে হবে তা বিধি-২১ এ বর্ণিত আছে।

ধারা-১৩: রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদত্ত কর প্রত্যর্পণ (Drawback)।

(১) রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য পণ্য বা সেবার উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক ও কর (অগ্রীম আয়কর এবং গ্যাসের ওপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত) প্রত্যর্পণ প্রদান করা হবে।

শর্ত: সর্বশেষ রপ্তানির তারিখের ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণের আবেদন দাখিল করতে হবে।

ব্যাখ্যা। - রপ্তানির তারিখ বলতে বিল-অব-এক্সপোর্ট এর তারিখ বুঝাবে।

(১ক) প্রত্যর্পণ প্রদান করার জন্য সরকার হার নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

(২) প্রদেয় করের বিপরীতে প্রত্যর্পণের অর্থ সমন্বয় করা যাবে। অর্থাৎ কারোর যদি প্রত্যর্পণ পাওনা হয়; আবার, তার যদি মূসক প্রদেয় হয় তাহলে সমন্বয় করা যাবে।

(৩) প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে চালানভিত্তিক বা উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output co-efficient) এর ভিত্তিতে সমহারে প্রত্যর্পণ প্রদান করা যাবে।

(৪) ...

ধারা-১৪: অব্যাহতি।

(১) সরকার অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

বি: দ্র: মূসক আইনে সরকার অর্থ অর্থমন্ত্রি। আর বোর্ড অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

(১ক) আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি পারস্পিরিক ভিত্তিতে (reciprocal basis) বাস্তবায়নের জন্য বোর্ড অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

(২) বোর্ড যে কোন পণ্য বা সেবাকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

ধারা-১৫: নিবন্ধন।

(১) মূসকযোগ্য কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করলে মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে।

(২) দুই বা তার অধিক স্থান হতে কার্যক্রম পরিচালনা করলে সকল স্থানে আলাদা আলাদাভাবে নিবন্ধিত হতে হবে।

শর্ত: দুই বা তার অধিক স্থান হতে কার্যক্রম পরিচালনা করলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত হওয়া যাবে।

(৩) নিবন্ধনের আবেদন সঠিকভাবে আবেদন পাওয়া গেলে, আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করে, ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যাসহ মূসক নিবন্ধনপত্র প্রদান করতে হবে।

(৩ক) এই উপ-ধারার বিধান বাস্তবে কার্যকর নেই।

(৪) কেউ নিবন্ধন গ্রহণ না করলে তাকে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন প্রদান করা যাবে।

(৫) সমন্বিত নিবন্ধনের বিধান বাস্তবে কার্যকর নেই।

ধারা-১৬: নিবন্ধন হইতে অব্যাহতি।

(১) সরকার নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দিতে পারবে।

শর্ত: সরকার তাদেরকে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দিতে পারবে, যাদের টার্নওভারের পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম।

(২) বোর্ড নিবন্ধনের আবশ্যকতা হতে অব্যাহতি দিতে পারবে।

ধারা-১৭: স্বেচ্ছা নিবন্ধন।

(১) যিনি টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্তিযোগ্য, তিনি স্বেচ্ছায় মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। রেয়াত নেয়ার প্রয়োজনে এরূপ বিধান রাখা হয়েছে।

(২) যিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ করেন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা প্রদান করেন, তিনি স্বেচ্ছায় মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। রেয়াত নেয়ার প্রয়োজনে এরূপ বিধান রাখা হয়েছে।

ধারা-১৮: নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যের পরিবর্তন।

নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো তথ্যের পরিবর্তন করতে চাইলে, উক্ত পরিবর্তনের তারিখের কমপক্ষে ১৪ দিন পূর্বে বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করতে হবে। বিধি-১২তে এর বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত আছে।

ধারা-১৯: নিবন্ধন বাতিলকরণ।

(১) কার্যক্রম থেকে বিরত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীর কোন অনিষ্পন্ন দায়-দায়িত্ব না থাকলে বিভাগীয় কর্মকর্তা আবেদনকারীর নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করবেন।

শর্ত: কেন্দ্রীয় নিবন্ধন বাতিলের ক্ষেত্রে কমিশনার বোর্ডে একটি রিপোর্ট প্রদান করবেন। অত:পর বোর্ড সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুনানী গ্রহণ করে নিবন্ধন বাতিলের সিদ্ধান্ত দিলে বিভাগীয় কর্মকর্তা নিবন্ধন বাতিল করবেন।

(১ক) অসত্য তথ্য দিয়ে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করলে, বিভাগীয় কর্মকর্তা শুনানীর সুযোগ দিয়ে, অনিষ্পন্ন দায়-দায়িত্ব থাকলে তা নিষ্পন্ন করে, নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করবেন।

(২) কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ৬০ লক্ষ টাকার কম হলে তার নিবন্ধন বাতিল করতে হবে।

(৩) নিবন্ধন বাতিলের পর যদি চলতি হিসাবে জের থাকে তাহলে উক্ত জের রিফান্ড পাবেন। তবে, সেক্ষেত্রে ৬ মাসের মধ্যে রিফান্ড আবেদন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। যে কোনো সময় আবেদন করতে পারবে।

(৪) নিবন্ধন বাতিলের পর যদি তার কাছে কোনো সরকারী পাওনা আছে বলে জানা যায়, তাহলে উক্ত পাওনা এমনভাবে আদায়যোগ্য হবে যেন তিনি একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি।

ধারা-২০: মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের নিয়োগ।

(১) এই ধারার মাধ্যমে বিভিন্ন পদমর্যাদার মূসক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়ার জন্য বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(২) . . .

ধারা-২১: ক্ষমতা।

(১) কোনো কর্মকর্তা তাঁর ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং তাঁর অধঃস্তন যে কোনো কর্মকর্তার ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করতে পারবেন।

শর্ত: তবে, বোর্ড এ বিষয়ে শর্ত আরোপ করতে পারবে।

(২) . . . .

ধারা-২২: ক্ষমতা অর্পণ।

(১) বোর্ড সহকারী কমিশনার থেকে অতিরিক্ত কমিশনার পর্যন্ত কর্মকর্তাদেরকে তাদের একধাপ উপরের কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।

(২) কমিশনার বা মহাপরিচালক তাঁর অধঃস্তন যে কোনো কর্মকর্তাকে কমিশনারের বা মহাপরিচালকের ক্ষমতা বা অন্য যে কোনো কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে।

ধারা-২৩: মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব অন্য কর্মকর্তাগণের ওপর ন্যস্তকরণ।

বোর্ড যে কোনো সরকারী কর্মকর্তার ওপর মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে।

ধারা-২৪: মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান।

(১) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাদেরকে সহায়তা দেয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- পুলিশ;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও আনসারের যে কোনো সদস্য;
- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন-এর কর্তৃপক্ষ;
- আবগারি, শুল্ক, আয়কর ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী সকল সরকারি কর্মকর্তা;
- অন্য যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা;
- সকল ব্যাংক কর্মকর্তা।

(২) সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো কর্মকর্তা, যেকোনো ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব, ব্যাংক এ্যাকাউন্টের হিসাব বিবরণী, দলিলাদিসহ যেকোনো তথ্য সরবরাহ দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা-২৪ক: মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক সহায়তা প্রদান।

মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ কতিপয় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে তাদের কাজে সাহায্য করবেন।

ধারা-২৫: সমন প্রেরণের ক্ষমতা।

(১) রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নন এমন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কোনো প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তিকে সমন জারি করে তলব করতে পারবেন।

(২) এভাবে কাউকে তলব করা হলে তিনি সশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হতে বাধ্য থাকবেন।

শর্ত: শিশু ও বৃদ্ধকে এভাবে তলব করা যাবে না।

(৩) মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত কোনো তদন্ত বিচার বিভাগীয় কার্যধারা হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা-২৬: ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উৎপাদনস্থল, সেবাপ্রদানস্থল, ব্যবসায়স্থল ও ঘরবাড়িতে প্রবেশ, মজুদ পণ্য, সেবা ও উপকরণ পরিদর্শন এবং হিসাব ও নথিপত্র পরীক্ষা করার অধিকার।

(১) সহকারী কমিশনার নিজে, বা তাঁর নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা নিম্নের কাজসমূহ করতে পারবেন।

(ক) উৎপাদন, সেবা প্রদান, ব্যবসায়ের স্থান বা ঘরবাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন।

(খ) পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষা করতে পারবেন।

(গ) দলিলাদি পরীক্ষা করতে পারবেন; উহা দাখিল করার আদেশ দিতে পারবেন; দলিলাদি ও পণ্য আটক করতে পারবেন; সহকারী কমিশনার আটককৃত পণ্য হেফাজতের জন্য উক্ত স্থানে তালাবদ্ধ করতে পারবেন; প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ করতে পারবেন।

(২) বাসস্থানে প্রবেশ করতে হলে নোটিশ দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। তবে, সহকারী কমিশনার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করে গেলে তিনি নোটিশ না দিয়ে কারো বাসস্থলে প্রবেশ করতে পারবেন।

(৩) এরূপ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিলাদি ও নমুনা সরবরাহ করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত সহায়তা প্রদান করতে হবে।

(৪) এভাবে কোনো রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হলে সহকারী কমিশনার উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করতে পারবেন।

(৫) সার্কেল অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁর নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিজ ক্ষমতায় এসকল কাজ পরিচালনা করতে পারবেন।

বিঃ দ্রঃ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং রাজস্ব কর্মকর্তাগণ নিজ ক্ষমতায় পরিদর্শন, তলাশী ও আটক করতে যেতে পারবেন না। সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার নিকট থেকে লিখিতভবে ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা পরিদর্শন, তলাশী ও আটক কাজ পরিচালনা করতে পারবেন। উপ-ধারা-১ এ ইহা বর্ণিত আছে। তবে, উপরের উপ-ধারা-৫ অনুসারে, শুধুমাত্র সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা নিজ সার্কেলের এলাকায় নিজ ক্ষমতায় পরিদর্শন, তলাশী ও আটক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

(৬) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানেও উক্তরূপ পরিদর্শন, তলাশী ও আটক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

ধারা-২৬কঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষার আদেশদান ও বোর্ড কর্তৃক নিরীক্ষক নিয়োগ।

(১) যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কর্মকর্তা কোনো প্রতিষ্ঠানে অডিট করার জন্য টীম গঠন করে আদেশ জারি করবেন। আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অডিট সম্পাদন করে তাঁর কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য বিবেচনা করে, কোনো অনিয়ম বা রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে বলে মনে করলে তিনি বিষয়টি যথাযথ ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন।

(৩) অডিট করার জন্য বোর্ড বেসরকারী অডিটর নিয়োগ করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ শুধুমাত্র একবার বেসরকারী অডিটর নিয়োগ করা হয়েছিল। বাস্তবে এখন আর বেসরকারী অডিটর নিয়োগ করা হয় না।

(৪) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটির শিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত বা সুবিধা দাবিকারী প্রতিষ্ঠানেও অডিট করা যাবে।

ধারা-২৬খঃ তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ (Supervised Supply), পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী সংক্রান্ত বিধান।

(১) স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল ব্যবস্থা তদারকির জন্য, কমিশনার এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আদেশ জারি করতে পারবেন।

(২) কমিশনার যদি মনে করেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে মূসক ফাঁকি দিচ্ছে এবং রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য সেখানে এরূপ ব্যবস্থা আরোপ করা প্রয়োজন; তাহলে কমিশনার এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আদেশ জারি করতে পারবেন।

(৩) আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে, হিসাব নিয়ে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করবেন। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশিষ্ট কর মেয়াদ বা অন্য যে কোনো কর মেয়াদের কর নির্ধারণ করতে পারবেন।

(৪) উপরে বর্ণিত রিপোর্টের ভিত্তিতে, সমজাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে (যে প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে রাজস্ব ফাঁকি প্রদান করে বলে কমিশনার মনে করেন) যে কোনো কর মেয়াদের জন্য বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ বা করের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে পারবেন।

(৫) উক্তরূপভাবে কর নির্ধারণ করতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

ধারা-২৭ঃ বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য আটক।

(ধারা-২৭ এবং বিধি-৭ একত্রে পড়তে হবে)

(১) সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মূসক কর্মকর্তা কোনো পণ্য আটক করতে পারবেন। যদি আটক করে নিয়ে আসা সম্ভব না হয়; তাহলে উক্ত পণ্য অপসারণ না করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

শর্তঃ আটকৃত পণ্য অন্তবর্তীকালীন ছাড় (Interim Release) প্রদান করা যাবে। সংশিষ্ট বিচারকারী কর্মকর্তা অন্তবর্তীকালীন ছাড় প্রদান করতে পারবেন। পণ্যের মালিককে উক্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হবে। অন্তর্বীকালীন ছাড় পেলে, উক্ত পণ্য নিজ হেফাজতে রাখতে হবে। বিচারকারী কর্মকর্তা যে কোনো সময় নির্দেশ দিলে উক্ত পণ্য তাঁর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

(২) পণ্য আটকের ২ (দুই) মাসের মধ্যে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করতে হবে। পণ্যের মালিককে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করার সুযোগ দিতে হবে এবং তিনি চাইলে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

১ম শর্তঃ কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করার সময়সীমা কমিশনার আরো ২ (দুই) মাস বাড়িয়ে দিতে পারবেন।

২য় শর্তঃ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ (summary adjudication) নামে পরিচিত। পণ্য আটক করা হলে, কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা, জবাব দাখিল করা, শুনানী গ্রহণ করা ইত্যাদি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই দীর্ঘ সময়ে পণ্যের ক্ষতিসাধন হয়ে যেতে পারে। তাই, পণ্যের মালিক ইচ্ছা করলে সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ চেয়ে ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারেন। আবেদনে কয়েকটি বিষয় উলেখ করতে হয়। যেমনঃ (ক) আমি অপরাধ স্বীকার করছি; (খ) আমি সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ চাই; (গ) যে কোনো আদেশ আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এমন আবেদন পেলে বিচারক তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করে, অর্থদন্ড ইত্যাদি আরোপ করে পণ্য ছাড় দেয়ার আদেশ দেবেন।

(৩) পণ্য আটকের দুই মাসের মধ্যে বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে যদি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা না হয়; তাহলে উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির নিকট থেকে আটক করা হয়েছিল সে ব্যক্তিকে ফেরৎ দিতে হবে।

ধারা-২৮ঃ আটককৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।

Customs Act এর বিধানাবলী অনুসারে আটককৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

ধারা-২৯ঃ পণ্য বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ।

Customs Act এর বিধানাবলী অনুসারে আটককৃত পণ্য বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিতরণ করতে হবে।

ধারা-৩০ঃ বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।

বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের আদেশ মোতাবেক করতে হবে।

ধারা-৩১: হিসাবরক্ষণ।

(ধারা-৩১ এবং বিধি-২২ একত্রে পড়তে হবে)

নিবন্ধিত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে এবং নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে মজুদ রাখতে হবে।

(ক) ক্রয়ের বিবরণী (মূসক-১৬);

(খ) বিক্রয়/রপ্তানির বিবরণী (মূসক-১৭) ও চালানপত্র (মূসক-১১);

(গ) চলতি হিসাব (মূসক-১৮);

(ঘ) ট্রেজারী চালান;

(ঙ) উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য মজুদের বিবরণী (মূসক-১৭);

(ঙঙ) বাণিজ্যিক দলিলাদি; এবং

(চ) অন্য কোনো পুস্তক ও নথিপত্র।

ধারা-৩২: কর চালানপত্র।

(ধারা-৩২ এবং বিধি-১৬, ১৭ একত্রে পড়তে হবে)

পণ্য/সেবা সরবরাহের সময় একটি সংখ্যানুক্রমিক চালানপত্র প্রদান করতে হবে।

শর্ত:

(ক) প্রতিটি সরবরাহের জন্য একটিমাত্র চালানপত্র প্রদান করতে হবে।

(খ) মূল চালানপত্র যদি কোনো কারণে হারিয়ে যায়; তাহলে "অনুলিপি মাত্র" চিহ্নসম্বলিত অনুলিপি প্রদান করা যাবে।

ধারা-৩৩: নথিপত্র সংরক্ষণের মেয়াদ।

(১) নথিপত্র মিনিমাম ৬ বছর নিবন্ধিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) তবে, কোনো মামলা অনিস্পন্ন থাকলে উক্ত মামলা নিস্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংশিষ্ট নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

ধারা-৩৪: নথিপত্র, ইত্যাদি পেশকরণ।

মূসক কর্মকর্তা নির্দেশ দিলে নির্দেশিত ব্যক্তি নথিপত্র পেশ করতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা-৩৪কঃ মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত দলিলপত্রের প্রত্যায়িত প্রতিলিপি প্রদান।

মূসক দপ্তরে রক্ষিত কোনো দলিলপত্র যদি কারোর প্রয়োজন হয়; তাহলে তিনি উহা নেয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কোনো কর্মকর্তা আবেদনকারীকে উক্ত দলিলাদি সরবরাহ করার আদেশ দিতে পারবেন। তবে, ডকুমেন্ট নেয়ার জন্য ফি দিতে হবে। ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং এর পর প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ৭ (সাত) টাকা ফী দিতে হবে (বই-এর পৃষ্ঠা নং-৯৫০ দেখুন)। উক্তরূপ ফী ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

ধারা-৩৫ঃ দাখিলপত্র পেশকরণ।

(ধারা-৩৫ এবং বিধি-২৪ একত্রে পড়তে হবে)

সার্কেল অফিসে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে। কোনো কর মেয়াদের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করতে হবে।

ধারা-৩৬ঃ দাখিলপত্রের পরীক্ষা।

(ধারা-৩৬ এবং বিধি-২৫ একত্রে পড়তে হবে)

(১) সার্কেলে দাখিলপত্র পাওয়া গেলে সার্কেলের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষা করবেন। এবং যদি দেখা যায় যে, প্রকৃতের করের চেয়ে কম কর পরিশোধ করা হয়েছে; তাহলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত কর চলতি হিসাবের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য তিনি আদেশ দেবেন।

(২) দাখিলপত্র পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, প্রকৃত করের তুলনায় বেশি কর পরিশোধ করা হয়েছে; তাহলে বেশি পরিশোধ করা কর পরবর্তী মাসের প্রদেয় করের বিপরীতে সমন্বয় করার সুযোগ দিতে হবে।

(৩) দাখিলপত্র পরীক্ষা করে যদি মনে হয় যে, উক্ত পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output co-efficient) নির্ধারণ বা পূনঃনির্ধারণ করা দরকার; তাহলে তিনি প্রয়োজনীয় সমীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

(৪) সমীক্ষার ভিত্তিতে সঠিক মূসক নির্ধারণ করা যাবে বা প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে এবং উহা বাধ্যতামূলক হবে।

(৫) উপরের উপ-ধারা-১ এবং উপ-ধারা-৪ অনুযায়ী যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি ব্যবস্থা না নেয়; তাহলে তার বিরুদ্ধে ধারা-৩৭ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা যাবে।

ধারা-৩৬ক: মূল্য সংযোজন কর সম্মাননাপত্র।

(১) সকল দাখিলপত্র পেশকারীকে মূল্য সংযোজন কর সম্মাননাপত্র প্রদান করা যাবে। এই কার্যক্রম এখনো চালু হয়নি।

(২) সম্মাননাপত্র পাওয়ার জন্য কমিশনার এর নিকট আবেদন করতে হবে।

(৩) . . .

ধারা-৩৭: অপরাধ ও দন্ডসমূহ।

বি: দ্র: অপরাধ দু ধরনের হয়। যথা: (১) অনিয়ম সংক্রান্ত অপরাধ; এবং (২) রাজস্ব ফাঁকি ও আটক সংক্রান্ত অপরাধ। অনিয়ম সংক্রান্ত অপরাধ হলো সে সকল অপরাধ যেখানে কোনো রাজস্ব ফাঁকি হয় না। তবে, আইনের কোনো বিধান লংঘন হয়। যেমন: আইনে বিধান আছে যে, মূসক নিবন্ধনপত্র নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে, দর্শনীয় স্থানে টানিয়ে রাখতে হবে। কেউ যদি নিবন্ধনপত্র দর্শনীয় স্থানে টানিয়ে না রাখে, তাহলে কোনো রাজস্ব ফাঁকি হয় না। তবে, আইনের বিধান লংঘন হয়। ইহা একটি অনিয়ম। এরূপ অনিয়মের ক্ষেত্রে অনিয়ম মামলা দায়ের করা যায়। আর যদি কোনো রাজস্ব ফাঁকি সংঘটিত হয় বা কোনো পণ্য বা যানবাহন আটক হয়; তাহলে রাজস্ব ফাঁকি বা আটক মামলা দায়ের করতে হয়।

(১) এই উপ-ধারার অধীনে অনিয়ম সংক্রান্ত অপরাধসমূহ বর্ণিত আছে। যা নিম্নরূপ:

(ক) কেউ যদি মূসক নিবন্ধনের জন্য আবেদন না করে;

(খ) যদি কেউ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ না করে; বি: দ্র: দাখিলপত্র পেশ না করা অনিয়ম এবং ফাঁকি দুদিকেই রাখা হয়েছে। নিম্নের ২(কক) দেখুন।

(গ) নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো তথ্যের পরিবর্তন হলেও তা মূসক কার্যালয়ে অবহিত না করেন;

(ঘ) ধারা-২৫ এর অধীনে কোনো কর্মকর্তা কাউকে সমন জারি করলে যদি তিনি হাজির না হন;

(ঘঘ) ECR সংরক্ষণ না করেন;

(ছ) এই আইনের অন্য কোনো বিধান লংঘন করেন।

এ সকল বা অন্য কোনো অনিয়ম সংক্রান্ত অপরাধ করলে যদি মামলা করা হয়, তাহলে বিচারক মিনিমাম ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং ম্যাক্সিমাম ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড আরোপ করতে পারেন।

(২) এই উপ-ধারার অধীনে রাজস্ব ফাঁকি ও আটক সংক্রান্ত অপরাধসমূহ বর্ণিত আছে। যা নিম্নরূপঃ

(ক) কর চালানপত্র প্রদান না করেন বা অসত্য কর চালানপত্র প্রদান করেন;

(কক) দুই বার পত্র দেয়ার পরও মূসক প্রদান না করেন বা দাখিলপত্র প্রদানের তারিখ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দাখিলপত্র প্রদান না করেন;

(খ) অসত্য দাখিলপত্র প্রদান করেন;

(খখ) বিক্রয় হিসাব পুস্তক এবং চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ না করে পণ্য সরবরাহ দেন;

(খখখ) ক্রয় হিসাব পুস্তকে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ না করেন;

(গ) জাল বা মিথ্যা দলিলপত্র প্রদান করেন;

(গগ) নির্দেশ দেয়ার পরও তথ্য বা দলিলপত্র সরবরাহ না করেন;

(ঘ) নথিপত্র, ইসিআর বা কম্পিউটার সংরক্ষণ না করেন বা ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন;

(ঙ) মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করেন;

(চ) কোনো মূসক কর্মকর্তাকে তার নিবন্ধিত অঙ্গনে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করেন;

(ছ) কোনো পণ্যের ওপর মূসক ফাঁকি দেয়া হয়েছে জানা থাকা সত্ত্বেও উহার লেন-দেন করেন বা উহার দখল অর্জন করেন। (এই বিধান অনুসারে মূসক চালান না নেয়া অপরাধ)।

(জ) জাল বা ভুয়া চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন;

(ঝ) অন্য যে কোনো উপায়ে কর ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করেন;

(ঞ) নিবন্ধিত না হয়েও কর চালানপত্র ইস্যু করেন;

(ঞঞ) স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল ব্যবহার না করেন; (সিগারেট, বিড়ি, মিনারেল ওয়াটার, সফট ড্রিংকস এবং টয়লেট সাবানের ক্ষেত্রে বর্তমানে স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল ব্যবহারের বিধান আছে)।

(ঞঞঞ) চলতি হিসাবে জের না রেখে পণ্য অপসারণ করেন বা সেবা প্রদান করেন;

(ট) উপরে বর্ণিত যে কোনো কাজ করেন বা করতে সহায়তা করেন;

এ সকল অপরাধের ক্ষেত্রে যদি মামলা দায়ের করা হয়; তাহলে বিচারক উক্ত কাজের সাথে জড়িত রাজস্বের মিনিমাম সমপরিমাণ এবং ম্যাক্সিমাম দেড়গুণ পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করতে পারবেন। রাজস্ব

ফাঁকি ছাড়া অন্য কোনো অনিয়ম যদি থাকে তাহলে মিনিমাম ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং ম্যাক্সিমাম ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড আরোপ করতে পারবেন। তাছাড়া, যে রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে।

(৩) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, যখন পরিশোধ করা হয় তখন রাজস্বের অতিরিক্ত মাসিক ২ (দুই) শতাংশ হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে।

(৩ক) উপরের বিধানমতে সুদসহ বকেয়া পরিশোধ করলেও মামলা করা যাবে।

(৩খ) উৎসে মূসক কর্তন ও জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে:

(ক) ২% সুদসহ যিনি কর্তন করেন নাই তার কাছ থেকে আদায় করা যাবে;

(খ) উৎসে মূসক কর্তন করার পর যদি ১৫ দিনের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করেন তাহলে (১) উৎসে মূসক কর্তনকারী ব্যক্তি; (২) কর্তিত অর্থ জমা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি; বা (৩) উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রত্যেককে কমিশনার ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করতে পারবেন।

(৪) দুই বার চিঠি দেয়ার পরও যদি কেউ রাজস্ব পরিশোধ না করে; বা উপ-ধারা-২ এবং ধারা-৩৮ এ বর্ণিত কোনো অপরাধ যদি ১২ মাসে দুইবার করে; বা বাধ্যতামুলকভাবে নিবন্ধিত হওয়ার আদেশ দেয়ার পরও নিবন্ধিত না হয়; তাহলে-----

(ক) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার নিবন্ধিত অঙ্গন তালাবদ্ধ করে দেয়া যাবে এবং তার মূসক নিবন্ধন বাতিল করে দেয়া যাবে।

(খ) নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করে দেয়া যাবে।

(৫) অর্থদন্ড আরোপ, তালাবদ্ধ করা এবং নিবন্ধন বাতিল করতে হলে সংশিষ্ট ব্যক্তির শুনানী নিতে হবে।

(৬) স্পেশাল জজের আদালতে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে স্পেশাল জজ মিনিমাম ৩ (তিন) মাস এবং ম্যাক্সিমাম ২ (দুই) বছর কারাদন্ড দিতে পারবেন। ফাঁকিকৃত রাজস্বের মিনিমাম সমপরিমাণ এবং ম্যাক্সিমাম দেড়গুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডিত করতে পারবেন। অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করতে পারবেন। (উলেখ্য, এ পর্যন্ত স্পেশাল জজের আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি।)

ধারা-৩৭কঃ স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনা।

(১) . . .

(২) সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে স্পেশাল জজের আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। (বিঃ দ্রঃ আজ পর্যন্ত স্পেশাল জজের আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি)।

(৩) . . .

ধারা-৩৭খঃ স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।

(১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ করতে পারবেন। তাছাড়া, তিনি সম্পত্তি অবরুদ্ধ করতে পারবেন; ক্রোক করতে পারবেন; বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় অন্য কোনো আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

(২) . . .

ধারা-৩৮ঃ বাজেয়াপ্তকরণ।

(১) নিবন্ধিত হওয়ার পূর্বে পণ্য উৎপাদন করলে তা বাজেয়াপ্ত হবে।

(২) যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি নিম্নের অপরাধ করেনঃ

(ক) চালানপত্র ব্যতিরেকে পণ্য অপসারণ করেন;

(কক) প্রযোজ্য কর পরিশোধ ব্যতীত পণ্য/সেবা প্রদান করেন;

(খ) পণ্যের সাথে চালানপত্র না থাকে;

(গ) স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল ব্যবহার না করেন;

তাহলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্ত হবে। এবং প্রযোজ্য করের মিনিমাম সমপরিমাণ এবং ম্যাক্সিমাম দেড়গুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

ধারা-৩৯ঃ বাজেয়াপ্তির সীমা।

(১) পণ্য বাজেয়াপ্ত করতে হলে পণ্যের মোড়ক এবং এর মধ্যে প্রাপ্ত সকল বস্তু বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

(২) উক্ত পণ্য পরিবহনের যানবাহন বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

শর্তঃ তবে, উক্ত যানবাহন অন্তবর্তীকালীন ছাড় (interim release) নেয়া যাবে। বিচারকারী কর্মকর্তার কাছে অন্তবর্তীকালীন ছাড় নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। অন্তবর্তীকালীন ছাড় প্রদান করা হলে বিচারক যখন, যেখানে উক্ত যানবাহন হাজির করার আদেশ দেন সেখানে উহা হাজির করতে হবে।

(৩) জলযান বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে উহার ট্যাকল, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র ইত্যাদিও বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

ধারা-৪০: ন্যায়-নির্ণয়নের ক্ষমতা।

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মূসক আইনে দুই ধরনের মামলা হয়: (১) অনিয়ম মামলা; এবং (২) রাজস্ব ফাঁকি বা আটক মামলা। সকল অনিয়ম মামলার ক্ষেত্রে মূসক বিভাগীয় দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগীয় কর্মকর্তা মামলার বিচার করবেন। রাজস্ব ফাঁকি বা আটক মামলার ক্ষেত্রে মামলার অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী বিচারকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত হবে।

রাজস্ব ফাঁকি বা আটক মামলার ক্ষেত্রে নিম্নের টেবিলের ১ নং কলামে বর্ণিত কর্মকর্তা তার বিপরীতে ২ নং কলামে বর্ণিত পরিমাণ মূল্যের মামলার বিচার করবেন।

কর্মকর্তার পদবী	কর্মকর্তার বিচার ক্ষমতা
(১)	(২)
চীফ কমিশনার, কমিশনার, মহাপরিচালক	মামলা সংশিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ১৫ (পনের) লক্ষ টাকার বেশি হলে;
অতিরিক কমিশনার	মামলা সংশিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা হলে;
যুগ্ম কমিশনার	মামলা সংশিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হলে;
উপ-কমিশনার	মামলা সংশিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হলে;
সহকারী কমিশনার	মামলা সংশিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ৩ (তিন) লক্ষ টাকা হলে;
রাজস্ব কর্মকর্তা	মামলা সংশিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য ১ (এক) লক্ষ টাকা হলে;

উলেখ্য, এখানে পণ্যের মূল্যের সাথে যানবাহনের মূল্য অন্তর্ভূক্ত হবে না। আরো উলেখ্য, কাস্টমস আইনের মামলার ক্ষেত্রে পণ্য এবং যানবাহনের মূল্য একত্রে হিসাব করা হয়।

পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, সকল অনিয়ম মামলার বিচার করবেন বিভাগীয় কর্মকর্তা।

ধারা-৪১: বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা আরোপ।

কোনো বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে বিমোচন জরিমানা আরোপ করে পণ্যের মালিকের অনুকূলে পণ্য খালাস দেয়ার বিধান এই ধারায় আছে।

বিমোচন জরিমানা বলতে কি বুঝায়?

কোনো পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হলে তা সরকারের সম্পত্তি হয়ে যায়। তবে, উক্ত পণ্যের ওপর বিমোচন জরিমানা আরোপ করে, পণ্যের মালিককে উক্ত পণ্য ফেরৎ প্রদান করা যায়। বিমোচন জরিমানার অর্থ হলো উক্ত পণ্য থেকে অপরাধ মোচন করে দেয়া। এই জরিমানার কোনো নির্ধারিত পরিমাণ নেই। বিচারকারী কর্মকর্তা যে পরিমাণ উপযুক্ত মনে করেন, তিনি সে পরিমাণ বিমোচন জরিমানা আরোপ করেন। বিমোচন জরিমানা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পরিশোধ করে উক্ত পণ্য খালাস নিতে হয়।

শর্ত: আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্য বিমোচন জরিমানা আরোপ করে খালাস দেয়া যাবে না।

(ধারা-৪১ক থেকে ৪১ট পর্যন্ত বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তি সংক্রান্ত ধারা। মূসক সংক্রান্ত মামলা সহজে নিস্পত্তি করার জন্য এই ধারাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। তাই, এই ধারাগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। বিধিমালা প্রণয়ন করা হলে, পাইলট বেসিসে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এবং এলটিইউ দপ্তরে এই পদ্ধতি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।)

ধারা-৪১ক: বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তি।

ধারা-৪১খ: বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ও প্রবর্তন।

ধারা-৪১গঃ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির আওতা ও পরিধি।

ধারা-৪১ঘঃ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী (Facilitator) নিয়োগ এবং সংশিষ্ট পক্ষসমূহের দায়-দায়িত্ব।

ধারা-৪১ঙঃ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আবেদনপত্র দাখিল।

ধারা-৪১চঃ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি।

ধারা-৪১ছঃ সমঝোতা (Negotiation) এবং নিষ্পত্তির সময়সীমা।

ধারা-৪১জঃ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত।

ধারা-৪১ঝঃ মতৈক্যের ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির ফলাফল।

ধারা-৪১ঞঃ বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়ার ক্ষেত্রে আপীলের বিধান।

ধারা-৪১টঃ অধিকার সংরক্ষণ।

ধারা-৪২: আপীল।

(১) কোনো মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো আদেশ জারি করা হলে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে আপীল করা যাবে।

(ক) রাজস্ব কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার, উপ-কমিশনার, যুগ্ম-কমিশনার বা অতিরিক্ত কমিশনার কোনো আদেশ দিলে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়ের করতে হয়।

(খ) কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা সমমর্যাদাসম্পন্ন কোনো কর্মকর্তা কোনো আদেশ দিলে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে হয়।

(গ) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কোনো আদেশ দিলে হাইকোর্টে আপীল করতে হয়।

(১ক) কমিশনার (আপীল)-এর নিকট আপীল দায়ের করা হলে ---

(ক) কমিশনার (আপীল) আদেশটি বহাল, বাতিল বা সংশোধন করে আদেশ জারি করতে পারবেন।

শর্ত: কমিশনার (আপীল) তাঁর নিকট আপীল দায়ের করার সময়সীমা আরো ৬০ (ষাট) দিন বাড়াতে পারবেন।

(খ) আপীলাত ট্রাইব্যুনালের নিকট আপীল। . . . . . .

(২) মূল্য সংযোজন করের দাবি বা অর্থদন্ড সম্পর্কিত বিষয়ে আপীল করতে হলে ১০ (দশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করতে হয়। দাবিকৃত কর থাকলে করের ১০ শতাংশ, আর কর না থাকলে অর্থদন্ডের ১০ শতাংশ জমা প্রদান করতে হয়।

(২ক) . . .

(৩) . . .

(৪) কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ১ (এক) বছরের মধ্যে আপীলটি নিস্পত্তি করবে।

শর্ত: ১ (এক) বছরের মধ্যে নিস্পত্তি করতে না পারলে আপীলটি মঞ্জুর করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৫) . . .

ধারা-৪৩: বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।

(১) বোর্ড নিজ উদ্যোগে অধঃস্তন কোনো দপ্তরের কোনো নথিপত্র তলব ও পরীক্ষা করতে পারবে। এবং সে সম্পর্কে যেরূপ যথাযথ মনে করে সেরূপ নির্দেশ দিতে পারবে।

শর্ত: তবে, রাজস্ব বা জরিমানা বা অর্থদন্ড বৃদ্ধির কোনো আদেশ দিতে হলে সংশিষ্ট ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ না করে দেয়া যাবে না।

(২) বোর্ডের অধঃস্তন কোনো দপ্তর কোনো আদেশ প্রদানের পর দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বোর্ড আর উক্ত নথি তলব করতে পারবে না।

(৩) . . . .

বিঃ দ্রঃ সাধারণতঃ বোর্ড এই ধারায় কোনো নথিপত্র তলব ও পরীক্ষা করে না।

ধারা-৪৪: বোর্ডের ভুল, ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষমতা।

(১) বোর্ড অধঃস্তন কোনো দপ্তরের কোনো ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করতে পারে। বোর্ড নিজ উদ্যোগে সংশোধন করতে পারবে বা কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে সংশোধন করতে পারবে। এরূপ সংশোধন এক বছরের মধ্যে করতে হবে।

১ম শর্ত: তবে, রাজস্ব বা জরিমানা বা অর্থদন্ড বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো আদেশ দিতে হলে সংশিষ্ট ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ না করে দেয়া যাবে না।

২য় শর্ত: . . . .

(২) . . . . . .

বিঃ দ্রঃ সাধারণতঃ বোর্ড এই ধারায় কোনো সংশোধন করে না।

ধারা-৪৫: সরকারের পুনরীক্ষণের ক্ষমতা।

ধারা-৪৩ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্তে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে, তিনি সরকারের নিকট (অর্থমন্ত্রি) ৪ (চার) মাসের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। এবং সরকার যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করে সেরূপ আদেশ দিতে পারবে।

১ম শর্ত: উক্ত আবেদন করার জন্য সরকার আরো ৪ (চার) মাস সময় বাড়িয়ে দিতে পারে।

২য় শর্তঃ তবে, রাজস্ব বা জরিমানা বা অর্থদন্ড বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো আদেশ দিতে হলে সংশিষ্ট ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ না করে দেয়া যাবে না।

বিঃ দ্রঃ সাধারণতঃ সরকার এই ধারায় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে না।

ধারা-৪৬ঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ও মূসক পরামর্শকের মাধ্যমে উপস্থিতি ইত্যাদি।

(১) . . .

(২) বোর্ড মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।

ধারা-৪৭ঃ সরকারের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।

সরকার নিজ উদ্যোগে বা কারোর আবেদনক্রমে অধঃস্তন দপ্তরের কোনো নথিপত্র সংশিষ্ট আদেশ প্রদানের ১ বছরের মধ্যে তলব ও পরীক্ষা করতে পারবে। এবং সে সম্পর্কে যেরূপ যথাযথ মনে করে সেরূপ নির্দেশ দিতে পারবে।

১ম শর্তঃ তবে, রাজস্ব বা জরিমানা বা অর্থদন্ড বৃদ্ধির কোনো আদেশ দিতে হলে সংশিষ্ট ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ না করে দেয়া যাবে না।

২য় শর্তঃ . . .

ধারা-৪৮ঃ তলাশির ক্ষমতা।

সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে কোনো স্থান, ঘরবাড়ি, নৌযান বা অন্যকোনো যানবাহনে প্রবেশ করার ও তলাশি করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

ধারা-৪৮কঃ মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ।

সহকারী কমিশনার বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার ওপর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা যাবে।

বিঃ দ্রঃ এই ধারার বিধান অনুসারে মূসক বিভাগের সকল সহকারী কমিশনার ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার ওপর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

ধারা-৪৯: গ্রেফতারের ক্ষমতা।

মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন।

বিঃ দ্রঃ আজ পর্যন্ত মূসক সংক্রান্ত অপরাধে কোনো গ্রেফতার করা হয়নি।

ধারা-৫০: যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে না।

ধারা-৩৭ এ বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রেফতার করতে হলে ওয়ারেন্ট থাকতে হবে।

ধারা-৫১: তলাশি ও গ্রেফতার পদ্ধতি।

. . . . . .

ধারা-৫২: গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনা।

বিঃ দ্রঃ আজ পর্যন্ত মূসক সংক্রান্ত অপরাধে কোনো গ্রেফতার করা হয়নি।

ধারা-৫৩: থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুসরণীয় পদ্ধতি।

বিঃ দ্রঃ আজ পর্যন্ত মূসক সংক্রান্ত অপরাধে কোনো গ্রেফতার করা হয়নি।

ধারা-৫৪: ধারা ৫২ এর অধীন প্রেরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত পদ্ধতি।

বিঃ দ্রঃ আজ পর্যন্ত মূসক সংক্রান্ত অপরাধে কোনো গ্রেফতার করা হয়নি।

ধারা-৫৫: অনাদায়ী ও কম পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য শুল্ক ও কর আদায়।

(১) কারো কাছে কোনো রাজস্ব পাওনা থাকলে ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে দাবিনামা/কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করতে হবে।

শর্ত: তবে, কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফাঁকি দিলে সেক্ষেত্রে আর ৫ বছরের সময়সীমা থাকবে না। যে কোনো সময় দাবিনামা/কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা যাবে।

(২) আমদানি পর্যায়ে . . .

(৩) কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব যদি প্রদান করে, আর যদি শুনানী দিতে চাই তাহলে সংশিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে। অত:পর জবাব দাখিলের ১২০ দিনের মধ্যে, অথবা জবাব দাখিল না করলে দাবিনামা/কারণ দর্শাও নোটিশ জারির ১২০ দিনের মধ্যে দাবিনামা চূড়ান্ত করতে হবে।

(৪) সংশিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা ব্যক্ত করলে দাবিকৃত অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের জন্য কমিশনার আদেশ দিতে পারবেন।

শর্ত: তবে কিস্তির সীমা ৬ মাসের বেশি হবে না।

বি: দ্র: ধারা-৫৫ এবং ৫৬ এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ধারা-৫৬ হলো প্রতিষ্ঠিত বকেয়া আদায়ের পদ্ধতি। প্রতিষ্ঠিত বকেয়া হলো, যে বকেয়ার বিষয়ে আইনের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এই বকেয়ার বিষয়ে আর কারো কোনো আপত্তি নেই। এমন প্রতিষ্ঠিত বকেয়া আদায় করার জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ ধারা-৫৬ তে বর্ণিত আছে। আর ধারা-৫৫ হলো এমন বিষয় যা এখনো বকেয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফাঁকি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে; দাবিনামা/কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয়েছে - এমন বিষয়। অর্থাৎ বকেয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বের বিষয়সমূহ ধারা-৫৫তে বিধৃত আছে।

ধারা-৫৬: সরকারের পাওনা আদায়।

(১) বকেয়া আদায়ের জন্য সহকারী কমিশনার এর নিম্নে নন এমন কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারবেন।

(ক) যার কাছে বকেয়া পাওনা আছে তার কোনো অর্থ যদি কোনো আয়কর কর্মকর্তা, কোনো মূসক কর্মকর্তা বা কোনো আবগারি কর্মকর্তার নিকট থাকে; তবে উক্ত অর্থ হতে বকেয়ার অর্থ কর্তন করে নেয়া যাবে।

(খ) যার কাছে বকেয়া পাওনা রয়েছে তার কোনো অর্থ যদি অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে থাকে; তাহলে যার কাছে অর্থ রয়েছে তাকে সহকারী কমিশনার নোটিশ দিবেন এবং ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ থেকে বকেয়ার অর্থ পরিশোধ করতে নির্দেশ দেবেন। যার কাছে বকেয়া পাওনা রয়েছে যদি তার কোনো ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে উক্ত এ্যাকাউন্ট অপরিচালনাযোগ্য (Freeze) করার জন্য সহকারী কমিশনার ব্যাংকে নির্দেশ দিতে পারবেন। উক্ত ব্যক্তি যদি বকেয়া পরিশোধ না করে, তাহলে ব্যাংকের স্থিতি থেকে বকেয়ার অর্থ কর্তন করে নিতে হবে।

(খখ) উপরের নির্দেশ যদি কোনো ব্যাংক কর্মকর্তা পালন না করেন; তাহলে উক্ত বকেয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাংক কর্মকর্তার বেতন বন্ধ রাখার জন্য সহকারী কমিশনার উক্ত ব্যাংক-এর যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

(গ) যার কাছে বকেয়া প্রাপ্য তার ব্যবসায় অঙ্গন থেকে পণ্য অপসারণ বা সেবা প্রদান বন্ধ করে দেয়া যাবে এবং তার যানবাহন ও/বা পণ্য আটক করা যাবে।

(ঘ) যার কাছে বকেয়া প্রাপ্য তার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করে দেয়া যাবে।

(ঘঘ) আটককৃত পণ্য পচনশীল হলে, উহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করে দেয়া যাবে।

(ঙ) যার কাছে বকেয়া প্রাপ্য তার কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা যাবে বা বিনা ক্রোকে বিক্রি করে দেয়া যাবে।

(চ) যার কাছে বকেয়া পাওনা আছে তার কোনো পণ্য যদি কোনো মূসক কর্মকর্তা বা কাস্টমস কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকে; তাহলে উক্ত পণ্য বিক্রি করে বকেয়া আদায় করা যাবে।

(ছ) উক্ত বকেয়া সংশিস্নষ্ট প্রতিষ্ঠানটি যদি হস্ত্মান্ত্মরিত হয়ে থাকে; তাহলে যার নিকট হস্ত্মান্ত্মর করা হয়েছে তার নিকট থেকে উক্ত বকেয়া আদায় করা যাবে।

(১ক) যার কাছে বকেয়া পাওনা রয়েছে তার মূসক নিবন্ধন পত্রের কার্যকারিতা স্থগিত করে দেয়া যাবে এবং তার আমদানিকৃত পণ্য খালাস না দেয়ার জন্য শুল্ক স্টেশনে পত্র দেয়া যাবে।

(২) উক্ত বকেয়া আদায় করার জন্য Public Demands Recovery Act, 1913 এর আওতায় সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা যাবে।

(৩) সহকারী কমিশনার সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার পর যে কোনো সময় উহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

শর্ত: . . .

(৪) ব্যাংক কর্মকর্তা যদি নির্দেশ পালন না করেন; তাহলে উক্ত ব্যাংকের নিকট থেকে উক্ত বকেয়া আদায় করা যাবে।

(৫) সহকারী কমিনার দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ সংশোধন করতে পারবেন; পরিশোধ করার সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন; নোটিশ সংশোধন বা বাতিল করতে পারবেন; বা অর্থ আদায়ের কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে পারবেন।

ধারা-৫৭: আদেশ, সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি জারি।

কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত্ম কখন জারি হয় তা গুরম্নত্বপূর্ণ। কোনো আদেশ জারি হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে আপীল করা যায়। তাই, আদেশ জারির তারিখ সুনির্দিষ্ট হতে হয়। নিম্নে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে আদেশ বা সিদ্ধান্ত্ম জারি করা যায়:

- আদেশ, বা সিদ্ধান্ত্ম বা নোটিশটি যার জন্য প্রযোজ্য তাকে বা তার এজেন্টকে প্রদান করতে হবে। তিনি লিখিতভাবে বুঝে নেবেন।
- অথবা তার বা তার এজেন্টের ঠিকানায় প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহকারে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে পাঠাতে হবে।
- উপরের দুটি পদ্ধতিতে যদি আদেশ, সিদ্ধান্ত্ম বা নোটিশটি জারি করা সম্ভব না হয়; তাহলে ভ্যাট সার্কেল অফিসের নোটিশ বোর্ডে উহা টানিয়ে দিতে হবে। তাহলেই উহা জারি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৫৮: প্রমাণিত অবহেলা বা স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যের জন্য ব্যতীত ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় যদি কোনো পণ্যের ড়াতিসাধন হয়; তাহলে উক্ত কর্মকর্তাকে দায়ি করা যাবে না। তবে, যদি প্রমাণ করা যায় যে, উক্ত কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত

অবহেলা বা কোনো স্বেচ্ছাচারমূলক কাজের ফলে উক্ত পণ্যের ক্ষতিসাধন হয়েছে; তাহলে উক্ত কর্মকর্তাকে দায়ি করা যাবে।

ধারা-৫৯: মালিকানা হস্তান্তর।

কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্ত্মান্ত্মর করতে হলে; যদি প্রতিষ্ঠানটির বিপরীতে কোনো বকেয়া থাকে তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে হবে। তারপর মালিকানা হস্ত্মান্ত্মর করতে হবে।

শর্ত: তবে, প্রতিষ্ঠানটি ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি তফসিলি ব্যাংকের নি:শর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করে; তাহলে কমিশনার নির্ধারিত শর্তে উক্ত প্রতিষ্ঠান হস্ত্মান্ত্মরের অনুমতি দিতে পারবেন।

ধারা-৬০: মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ।

শুল্ক আইন ও আবগারি আইনের বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে মূসক আইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

ধারা-৬১: আদালতের এখতিয়ার বারিত।

মূল্য সংযোজন কর আইনের কোনো বিষয়ে কোনো দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না। কমিশনার (আপীল); আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং সুপ্রীম কোর্টে ধারাবাহিকভাবে আপীল করা যাবে।

ধারা-৬২: সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।

সরল বিশ্বাসে এই আইনের অধীনে কাজ করলে কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত্ম হয়; তাহলে উক্ত কাজ সম্পাদনকারী কর্মকর্তার বিরম্নদ্ধে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারি আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না।

ধারা-৬২ক: তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষণ।

মূল্য সংযোজন কর দপ্তরে অনেক গোপনীয় তথ্য থাকে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সংশিস্নষ্ট। এ সকল তথ্য জানাজানি হওয়া অনেক সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর। তাই, যে কোনো বিবৃতি, দাখিলপত্র, পুস্ত্মক, নথিপত্র, দলিলাদি, তথ্য, বাণিজ্যিক দলিল, সাক্ষ্য, এফিডেভিট, জবানবন্দি ইতাদি গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ধারা-৬৩: মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি।

কোনো ব্যক্তির নিকট যদি বকেয়া থাকে, আর সে ব্যক্তি যদি মারা যায়; তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ তার যে সম্পত্তি পাবে উক্ত সম্পত্তি থেকে উক্ত বকেয়া অগ্রগণ্য দায় হিসাবে আদায় করা যাবে।

ধারা-৬৪: দেউলিয়া ব্যক্তির দায়।

(১) যদি কেউ দেউলিয়া হয়ে যায়; আর তার কাছে যদি কোনো বকেয়া পাওনা থাকে; তাহলে দেউলিয়াত্বের অধীন সম্পত্তি থেকে উক্ত বকেয়া আদায়যোগ্য হবে।

(২) . . .

ধারা-৬৫: অসুবিধা দূরীকরণ।

এই আইন কার্যকর করার জন্যে প্রয়োজনে সরকার আদেশ, নির্দেশ জারি করতে পারবে।

ধারা-৬৬: মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কতিপয় পণ্য খালাস এবং কতিপয় পণ্যের মূল্য সংযোজন কর প্রত্যর্পণের ক্ষমতা।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ ব্যতীত কোনো পণ্য খালাস দেয়ার জন্য বোর্ড আদেশ দিতে পারবে। প্রদত্ত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যর্পণ দেয়ার জন্য বোর্ড ক্ষমতা দিতে পারবে।

ধারা-৬৭: ফেরৎ প্রদান (Refund)।

(১) যদি কোনো কারণে সরকারকে বেশি রাজস্ব প্রদান করা হয়; তাহলে তা ফেরৎ নেয়া যাবে।

শর্ত: তবে, ফেরৎ গ্রহণের জন্য উক্ত অর্থ জমা প্রদানের ৬ (মাসের) মধ্যে আবেদন করতে হবে। ৬ মাসের মধ্যে আবেদন করা না হলে ফেরৎ দেয়া যাবে না।

(২) আমদানি পর্যায়ে সাময়িক শুল্কায়নের ক্ষেত্রে; উক্ত চালান চূড়ান্তত্ব শুল্কায়নের পর, শুল্ক-করাদি সমন্বয়ের তারিখ হতে ৬ মাস গণনা করতে হবে।

ধারা-৬৮: আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ড্র ব্যাক।

আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানি করা হলে উক্ত পণ্যের ওপর পরিশোধিত শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণ প্রদান করতে হবে।

ধারা-৬৯: আমদানি ও রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহৃত পণ্য বাবদ ড্র-ব্যাক।

. . . . . .

ধারা-৭০: যে ক্ষেত্রে কোনো ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা হইবে না।

এক চালানে ১০০ (একশত) টাকা মাত্র ড্র-ব্যাক পাওনা হলে উক্ত ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা হবে না।

ধারা-৭০ক: মূল্য সংযোজন কর তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইত্যাদি।

বোর্ড বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারীর নিকট থেকে ফী নিয়ে সেবা প্রদানকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে। বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে।

ধারা-৭১: করণিক ত্রুটি সংশোধন, ইত্যাদি।

নথিতে বা কোনো আদেশে বা সিদ্ধান্তে কোনো করণিক ত্রুটি থাকলে তা যে কোনো সময় সংশোধন করা যাবে। (বি: দ্র: করণিক ত্রুটি হলো এমন যে, কোনো যোগ করতে ভুল হয়েছে বা কোনো অংক লিখতে ভুল হয়েছে ইত্যাদি)।

ধারা-৭১ক: সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা।

সরকারি কোনো বকেয়া যদি ধারা-৫৬ এর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করার পরও আদায় করা সম্ভব না হয়; তাহলে উক্ত বকেয়া সরকার অপলোপন করে দিতে পারবে।

শর্ত: সরকারি বকেয়া অবলোপনের পর যদি উক্ত ব্যক্তির কোনো সম্পত্তি পাওয়া যায় বা যদি দেখা যায় যে উক্ত ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করে দেউলিয়া হয়েছিল; তাহলে উক্ত সম্পত্তি থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বকেয়া আদায়যোগ্য হবে।

ধারা-৭১ককঃ কর ফাঁকি, আইন লংঘন ইত্যাদির উদঘাটনের জন্য পুরস্কার প্রদান।

বোর্ড বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য পুরস্কার দিতে পারবে। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেনঃ

(ক) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহকারী;

(খ) কোনো মূসক কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্মকর্তা যার তথ্য সরবরাহ বা সনাক্তকরণ বা উদঘাটনের ফলে নিম্নরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকেঃ

(অ) পণ্য আটক ও বাজেয়াপ্ত হয়;

(আ) আরোপিত জরিমানা আদায় হয়;

(ই) দায়ী ব্যক্তি দন্ডিত হন।

ধারা-৭১খঃ মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।

মূসক বিভাগ বার্ষিক ধার্যকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করলে মূসক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সরকার আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে পারবে।

ধারা-৭১গঃ কর ফেরত প্রদান এবং পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত তহবিল।

ফেরত প্রদান, পুরস্কার প্রদান এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের জন্য সরকার আলাদা তহবিল গঠন করতে পারবে।

ধারা-৭২ঃ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।

(১) এই আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বোর্ড বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

(২) . . . . . .

(৩) বিধিতে এই মর্মে বিধান করা যাবে যে, ফাঁকির মিনিমাম সমপরিমাণ এবং ম্যাক্সিমাম দেড়গুণ পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করা যাবে এবং সংশিষ্ট পণ্য/সেবা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

ধারা-৭২কঃ ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ, ইতাদি।

(১) সরকার মূল্য সংযোজন কর আইনের একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করবে।

(২) বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে অর্থের তারতম্য হলে বাংলা আইনের অর্থ প্রাধান্য পাবে।

ধারা-৭৩ঃ রহিতকরণ ও হেফাজত।

. . . . . .

*** সমাপ্ত ***